(ix) "দুঃখের মজা ক্রন্দনে ; ক্রন্দনের মজা কীর্ত্তনে।"

—অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

২৩। সার

বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষের নাম **সার**।

'অলঙ্কারসর্ব্বস্বে' এটির নাম দেওয়া হয়েছে **উদার** অলঙ্কার।

(i) 'রাজ্যে সার বসুন্ধরা, বসুন্ধরায় নগরী, নগরীতে শয্যা, শয্যায় কামনাময়ী সুন্দরী তরুণী।'—অনুবাদ।

—দেখা যাচ্ছে চরম উৎকর্ষ অর্থাৎ সকলের সার 'কামনাময়ী সুন্দরী তরুণী' এবং এইখানেই মাধুর্য্য।

(ii) "ফুল চাই সখা, শাদা ফুল, মধুগন্ধিত শাদা ফুল।
জুঁইমল্লিকা? না, না, শতদল—আছে এর সমতুল?"

—শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

অনেকে সারকে Climax ব'লে মনে করেন। এ ধারণা ঠিক নয়।

"মুছে নেছে গ্রামের চিহ্ন, চেটে নেছে ভিটের মাটি
মরণটানে টান্‌ছে ডুরি—সাতটা জেলায় কান্নাহাটি.....
আজকে আধা বাঙলাদেশে ঘরে ঘরে বন্যাদায়!"—সত্যেন্দ্রনাথ।

এটি 'সার' নয়, Climax, বাইরনের "A ruin—yet what ruin! from its mass walls, palaces, half-cities have been reared"-এর মতন। 'উদ্যোত'-কারের মতে **সার** "উৎকর্ষশ্চ শ্লাঘ্যগুণানাম্" ; তবে অধমগুণ যাদের তাদেরও উৎকর্ষে **সার হ'তে পারে** ; যেমন,

(iii) তৃণের চেয়ে লঘু তূলা, তূলার চেয়ে লঘু যাচক' ইত্যাদি। এটিও ঠিক Anti-climax (Bathos) নয় অর্থাৎ "The hurricane tore up oaks by roots, laid villages waste and overturned a haystack" (Bulls and Blunders)-এর স্বজাতি নয়। Bathosএর উদ্দেশ্য হাস্যরসসৃষ্টি, সার (উদার)-এর তা নয়। Climaxএ 'each is more striking than the previous one', সার অলঙ্কারে বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ।

(ঘ) ন্যায়মূলক অলঙ্কার

২৪। কাব্যলিঙ্গ

যেখানে কোনো বাক্যের বা পদের অর্থকে ব্যঞ্জনাদ্বারা কোন বর্ণনীয় বিষয়ের কারণস্বরূপে দেখানো হয়, সেখানে হয় **কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার**।

(বাক্য = sentence ; পদ = word) পদটি সমাসবদ্ধও হ'তে পারে, আবার একক ও হ'তে পারে। ব্যঞ্জনা (suggestion) বলার অর্থ এই যে সোজাসুজি কারণ হ'লে অলঙ্কার হবে না। কাব্যলিঙ্গকে **হেতু** অলঙ্কারও বলা হয়।

(i)) 'রে হস্ত দক্ষিণ মোর, ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রটিরে
প্রাণ দিতে, এ কৃপাণ হানো তুমি শূদ্রমুনিশিরে ;
গর্ভভারক্লিষ্টসীতানির্ব্বাসনপটু রাঘবের
অঙ্গ তুমি—দয়া কোথা তব ?'—শ. চ.

—এখানে দক্ষিণ হস্তের নির্দ্দয়তার কারণ দুটি ; একটি 'রাঘবের অঙ্গ তুমি' এই বাক্য এবং অপরটি 'গর্ভভারক্লিষ্টসীতানির্ব্বাসনপটু' এই সমস্ত (অর্থাৎ compound) পদ।

[যদি বলি, 'মানুষের পাপহেতু গুরুভার এই ধরণীরে বাসুকি বহিতে আর নাহি পারে আপনার শিরে', তাহ'লে অলঙ্কার হবে না, ব্যঞ্জনার পরিবর্ত্তে সোজাসুজি কারণ দেখানো হয়েছে ব'লে।]

(ii) 'তব নেত্রসমকান্তি ইন্দীবর ডুবিয়াছে জলে,
তব মুখসমচন্দ্র লুকায়েছে মেঘপুঞ্জতলে,
তব গতিসমগতি রাজহংস গেছে দূরান্তরে,—
তোমার সাদৃশ্যমাত্রে আনন্দ আমার বিধি নাহি ক্ষমা করে।'

—শ. চ.

—এটি বর্ষায় বিরহীর উক্তি। প্রথম তিনটি বাক্য হ'তে নিষ্পাদিত হচ্ছে যে প্রিয়ার অভাবে প্রিয়ার সদৃশবস্তুগুলির দর্শনজনিত যে সুখটুকু তাও বিধাতার অভিপ্রেত নয়। কাজেই প্রথম তিনটি বাক্য শেষোক্ত বিষয়টির হেতু বা কারণ হয়েছে অর্থাৎ এই তিনটি থেকে নায়ক বুঝতে পেরেছেন যে সাদৃশ্যমাত্রে আনন্দও বিধাতার অভিপ্রেত নয়।

(iii) "ভবনদেবতা দিবেন ইষ্ট ফল ;
কোথা তনু তব, কোথা তপ সুকঠিন !

সহে অলি-ভার পেলব শিরীষ-দল,
বিহঙ্গভার সহে না সে কোনোদিন।" —শ. চ.
(কুমারসম্ভব হ'তে)

—বরলাভের জন্য কঠিন তপশ্চারিণী পার্ব্বতীকে তপস্যা বন্ধ করতে বলছেন জননী মেনকা। তপস্যার প্রয়োজন নাই এই কারণে যে গৃহে যে সব ইষ্টদেবতা রয়েছেন, তাঁদের কাছে প্রার্থনা করলেই দেবেন তাঁরা অভীষ্ট বর। এখানে তপোনিষেধের হেতু 'ভবনদেবতা দিবেন ইষ্ট ফল' এই বাক্যটির ব্যঞ্জনা। অলঙ্কার **কাব্যলিঙ্গ** (মাত্র প্রথম দু চরণে)।

কুমারসম্ভব-ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ বলেছেন—**দৃষ্টান্ত**। পার্ব্বতীর কৃশতনু বর-প্রার্থনার যোগ্য, কিন্তু তপস্যার যোগ্য নয়—শিরীষপুষ্প অলির ভার সইতে পারে, পাখীর নয়।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কবিতাটিতে **কাব্যলিঙ্গ** ও **দৃষ্টান্ত**-র **সঙ্কর**।

(iv) "গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম……" —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে কুমারসেনের (গৃহহীন পলাতক হ'লেও) রাজা বিক্রমের চেয়ে অধিকতর সুখিত্বের হেতু (ব্যঞ্জনায় প্রকাশকারী) পরবর্ত্তী বাক্যটি।

(v) "যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগৎ-আনন্দ তুমি" —মধুসূদন।

—'তুমি'=সীতা। উক্তিটি সরমার। সীতার পদার্পণে সর্ব্বত্র সকলের সুখী হওয়ার হেতু 'জগৎ-আনন্দ তুমি' এই বাক্যটির দ্বারা দ্যোতিত।

(vi) "নির্ভয় হৃদয়ে কহ, হনুমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়াসিন্ধু রঘুকুলনিধি।" —মধুসূদন।

—সহচরীসঙ্গিনী প্রমীলার প্রতি ব্যূহদ্বাররক্ষী হনুমানের উক্তি। প্রমীলা প্রভৃতির নির্ভয়তার কারণ ব্যঞ্জিত হচ্ছে 'হনুমান্…নিধি' পর্য্যন্ত অংশটির দ্বারা।

২৫। অর্থাপত্তি

দণ্ডাপূপিকান্যায় অনুসারে অন্য অর্থের আগম হ'লে **অর্থাপত্তি অলঙ্কার** হয়।

[দণ্ড=শলাকা, অপূপ=পুলিপিঠা। একটি দণ্ডে কতকগুলি পিঠা গাঁথা

(শিককাবাবের মতন) ছিল। জানা গেল মূষিকমহারাজ স্বয়ং দণ্ডটিকেই সেবা করেছেন। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় পিঠাগুলিও তাঁরি উদরসাৎ হয়েছে। এরই নাম **দণ্ডাপূপিকান্যায়। ইঁদুরের দণ্ড খাওয়া থেকে যেমন পিঠা খাওয়া বোঝা গেল, তেমনি কোনো অর্থ থেকে ওরই সামর্থ্যের দ্বারা যদি অন্য অর্থ বোঝা যায়, তাহ'লে অর্থাপত্তি অলঙ্কার হয়।]**

(i) 'ওই হার লুটাইছে সুন্দরীর স্তনের উপর,
এই যদি মুক্তাচার, আমরা তো কামের কিঙ্কর!' —শ. চ.

—মুক্তাময় হারের কামনা নাই ব'লে সুন্দরীস্তনে লুটানো তার পক্ষে অস্বাভাবিক। নিষ্কাম হ'য়েও সে যদি এ কাজ করতে পারে, সকাম পুরুষ আমরা এ কাজ সহজেই করব। নিষ্কামের ব্যবহারজনিত অর্থনিষ্পত্তি থেকে সকামের তদ্রূপ ব্যবহারের অর্থ প্রতীত হয়েছে। (ইঁদুরের পক্ষে দণ্ড খাওয়া দুষ্কর হ'লেও তা যদি সিদ্ধ হয়, তার পিঠা খাওয়া সহজেই সিদ্ধ হ'য়ে যায়। তেমনি, নিষ্কামের রমণীসম্ভোগ অস্বাভাবিক হ'লেও যদি তা নিষ্পন্ন হয়, সকামের পক্ষে তা অনায়াসেই সিদ্ধ হ'য়ে যায়। এই হ'ল অর্থাপত্তির মূল তাৎপর্য্য। 'এই যদি মুক্তাচার'-এর 'মুক্তাচার' শব্দটি শ্লেষগর্ভ (মুক্ত+আচার, মুক্তা+আচার)। মুক্ত=মুক্তপুরুষ এই কল্পনা।

(ii) "তুমিও জননী যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!" —রবীন্দ্রনাথ।

—চৈতন্যরূপা অসীম স্নেহময়ী জগজ্জননী,—তাঁর পথ তো হিংসার নয়; এই অস্বাভাবিক হিংসা যদি তাঁর পক্ষে সিদ্ধ হয়, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের পক্ষে সে তো সহজেই সিদ্ধ হ'য়ে যায়। এখানে হিংসাই দুপক্ষের সাধারণ ধর্ম্ম।

(iii) "যে অনভিভবনীয় বীর্য্য, যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার—আর পৃথিবী নাই বলিয়া রোদন করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে,—তুমি আমি কে?"
—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ('উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম')।

(iv) "সেদিন যে চিন্তাশক্তি ঈশ্বরকে স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে,—তুমি আমি কে?" —চন্দ্রশেখর।

(v) 'অভিমন্যুর শোকে
দর দর ধারে অশ্রু ঝরিল সব্যসাচীর চোখে;—
লোহা যে কঠিন অত
প্রচণ্ড তাপে সেও গ'লে যায়, মানুষ সহিবে কত?' —শ. চ.

(vi) "সৌন্দর্য্য-সম্পদ্-মাঝে বসি
.. কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।
ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই—তবে আর কোথা যাই
ভিখারিনী হ'লো যদি কমল-আসনা॥" —রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "তুমি জানো, মীনকেতু, কতো ঋষি-মুনি
করিয়াছে বিসর্জ্জন নারী-পদতলে
চিরার্জ্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য্য!" —রবীন্দ্রনাথ।

(viii) "যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্যরজ্জুতে জুলিয়স্ সিজর বাঁধা পড়িয়াছিল, ...সে অনির্ব্বচনীয়া এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে,—তুমি আমি কে?"

—চন্দ্রশেখর।